জনপ্রশাসন পদক ২০১৮

জেলা পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্তদের পরিচিতি

ক্ষেত্র: সাধারণ, শ্রেণি : ব্যক্তিগত

উদ্যোগ/অবদানের নাম : 'নবধারা' শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী স্কুল

জনাব রেহেনা আকতার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীপুর, গাজীপুর।	**অবদান :** 'নবধারা' শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী স্কুল **কার্যক্রম :** উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব রেহেনা আকতারের উদ্যোগ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনগণের সহযোগিতায় 'নবধারা' শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই স্কুলটি স্থানীয় শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুসহ শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশে প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। বিদ্যালয়টি ইতোমধ্যে তার নিজস্ব ভূমি ও ভবন নির্মাণের তহবিল সংগ্রহ করেছে। সার্বিক বিবেচনায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে পরিচালিত এই বিদ্যালয়টি সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে এই কার্যক্রমটি একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।
জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুল হক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।	**অবদান :** নারী উন্নয়ন **কার্যক্রম :** নারী উন্নয়নে, বিশেষ করে কমলগঞ্জ উপজেলার পশ্চাৎপদ চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর নারীদের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুল হক নারী উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে নারী উন্নয়নে একটি সমন্বিত কর্মপ্রয়াস চালিয়েছেন। এই সমন্বিত প্রয়াসের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে ৫ম, ৮ম, ও ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নাম, যোগাযোগ নম্বর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে নিয়মিত 'ওয়ান-টু-ওয়ান' মনিটরিং। নারী উন্নয়ন, বিশেষ করে স্কুল ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধে কমলগঞ্জ উপজেলায় নারী উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।
জনাব মোঃ সাবিরুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।	**অবদান :** ২১টি ইউনিয়নে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও লাইব্রেরি স্থাপন **কার্যক্রম :** জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সাবিরুল ইসলামের নেতৃত্বে সুনামগঞ্জ জেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ২১টি ইউনিয়নে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। জাদুঘরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ব্যবহৃত সামগ্রীসহ তাদের সমন্বিত নামের তালিকাও স্থান পেয়েছে। বিষয়টি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এটি একটি অনন্যসাধারণ উদ্যোগ বলে প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রমটি সম্প্রসারিত হলে স্থানীয় জনগণ স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে জানতে পারবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারবে।

ক্ষেত্র : সাধারণ, শ্রেণি : দলগত

১. জনাব শাহিনা খাতুন, জেলা প্রশাসক, নাটোর (দলনেতা); ২. জনাব মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, নাটোর; ৩. জনাব মোছাঃ জেসমিন আকতার বানু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাটোর সদর, নাটোর; ৪. জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), গণপূর্ত বিভাগ, নাটোর; এবং ৫. জনাব অনিন্দ্য মন্ডল, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর।	**অবদান :** উত্তরা গণভবন সংস্কার করে সংগ্রহশালা ও পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। **কার্যক্রম :** জেলা প্রশাসক নাটোর জনাব শাহিনা খাতুন ও তাঁর দল জাতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উত্তরা গণভবনের ব্যাপক সংস্কার সাধন করেছেন। সংস্কার সাধনের মাধ্যমে উত্তরা গণভবনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পর্যটন সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানীয় উৎস থেকে উত্তরা গণভবনের ব্যবহৃত সামগ্রী সংগ্রহ করে সংগ্রহশালাটি সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এ-সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে উত্তরা গণভবন ও সংলগ্ন এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে। ইতোমধ্যে এই গৃহীত পদক্ষেপসমূহ স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য একটি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।
১. জনাব মোহাম্মদ শওকত ওসমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চাঁদপুর; ২. জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম মজুমদার, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর; এবং ৩. জনাব বৈশাখী বড়ুয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।	**অবদান :** স্থানীয় উদ্যোগে গৃহহীনে গৃহদান কার্যক্রম **কার্যক্রম :** স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং বিত্তবানদের উৎসাহিত করে গৃহহীনে গৃহদান একটি চমৎকার উদ্যোগ মর্মে বিবেচিত হয়েছে। কেবল সরকারি অর্থায়নের উপর নির্ভর না করে বেসরকারি উৎস হতে গৃহহীনদের গৃহদান একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিগণকে উৎসাহিত করে বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় এই কার্যক্রমটি সম্প্রসারিত হতে পারে।
১. জনাব মোঃ আঃ মান্নান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও; ২. জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (চলতি দায়িত্ব), বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও; এবং ৩. জনাব মোঃ লিয়াজ মাহমুদ লিমন, সহকারী প্রোগ্রামার, ইউআইটিআরসিই, ব্যানবেইজ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।	**অবদান :** বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ **কার্যক্রম :** উপজেলা নির্বাহী অফিসার বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও ও তার দল বাল্যবিবাহ ও ঝরে পড়া রোধে প্রতিটি শিক্ষার্থীর তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ স্টুডেন্ট ডাটাবেজ' নামক একটি উদ্ভাবনী ধারণার প্রবর্তন করেন। এতে উপজেলায় বাল্যবিবাহের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। দেশের বিভিন্ন উপজেলায় অনুরূপ তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক্ষেত্র : কারিগরি, শ্রেণি : ব্যক্তিগত

জনাব মো: মাজেদুর রহমান খান জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর (প্রাক্তন উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, যশোর)।	**অবদান :** ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য ইউনিয়ন সনদপত্র ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও পৌরসভায় স্থানীয় সরকার সনদপত্র ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালুকরণ **কার্যক্রম :** জনাব মোঃ মাজেদুর রহমান খান, প্রাক্তন উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, যশোর এবং বর্তমানে জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর পৌরসভা ও ইউনিয়নসমূহ হতে প্রদত্ত বিভিন্ন সনদ/সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও যাচাই প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য একটি অনলাইনভিত্তিক সিস্টেম চালু করেছেন। বর্তমানে উক্ত সিস্টেম হতে ৭ (সাত) ধরনের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে : ১. নাগরিকত্ব সনদ, ২. ওয়ারিশ সনদ, ৩. ট্রেড লাইসেন্স, ৪. বার্ষিক আয়ের প্রত্যয়ন, ৫. পুনঃবিবাহ না হওয়ার সনদ, ৬. ভূমিহীন সনদ এবং ৭. একই নামের প্রত্যয়ন। এর ফলে যে-কোনো স্থান হতে আবেদন করা, দ্বৈততা পরিহার, দ্রুত তথ্যাদি খুঁজে পাওয়া ও অনলাইনে তথ্য সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে সিস্টেমটি যশোর জেলার ২৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভাসহ বিভিন্ন জেলার শতাধিক ইউনিয়নে চলমান। এ ছাড়াও বিভিন্ন জেলার ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় সিস্টেমটি ব্যবহার করা হচ্ছে।
জনাব মোঃ আনোয়ার সাদাত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দূর্গাপুর, রাজশাহী।	**অবদান :** এক ক্লিকে অর্পিত সম্পত্তি ইজারা মামলা নবায়ন **কার্যক্রম :** জনাব মোঃ আনোয়ার সাদাত, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দূর্গাপুর, রাজশাহী অনলাইনে অর্পিত সম্পত্তির লিজ নবায়ন ব্যবস্থা চালু করেছেন। এর ফলে নাগরিকগণ অনলাইনে লিজ নবায়নের আবেদন করতে পারেন। আবেদনের উপর সংশ্লিষ্ট ইউএলএওগণ অনলাইনে প্রতিবেদন প্রদান করেন যা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট আদেশের জন্য উপস্থাপিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক লিজ অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারী এস.এম.এস.-এর মাধ্যমে তা জানতে পারেন। অনলাইনে রক্ষিত অর্পিত সম্পত্তির রেজিস্টার স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ হয়ে থাকে। এর ফলে সেবা গ্রহণে নাগরিকদের বিড়ম্বনা হ্রাস পেয়েছে এবং সেবা প্রদান কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে।

ক্ষেত্র : কারিগরি, শ্রেণি : দলগত

১. জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা (দলনেতা); ২. জনাব কবির বিন আনোয়ার, ভারপ্রাপ্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়); ৩. জনাব ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পরিচালক (যুগ্মসচিব), ই-সার্ভিস, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; ৪. জনাব মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, পরিচালক (উপসচিব), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (প্রাক্তন ডোমেইন স্পেশালিস্ট, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়); এবং ৫. জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট (উপসচিব), এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।	**অবদান** : ভূমি মালিকানা হালনাগাদকরণে (updating) ই-মিউটেশন (e-mutation) কার্যক্রম প্রবর্তন **কার্যক্রম** : জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা ও তাঁর দল অনলাইনে নামজারি কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে ই-মিউটেশন সিস্টেম তৈরি ও বাস্তবায়ন করেছেন। এর মাধ্যমে নাগরিকগণ ঘরে বসে অথবা নিকটস্থ ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে অনলাইনে নামজারির আবেদন করতে পারেন। নামজারি প্রক্রিয়াটি অনলাইনে সম্পন্ন হয়। নামজারিসংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্রীয় সার্ভারে সংরক্ষণ হয়ে থাকে। এর ফলে নামজারি সেবা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেবা প্রদান কার্যক্রম দ্রুততর হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় এই সিস্টেমটি চালু রয়েছে।
১. জনাব এ বি এম আজাদ, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক ও প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, কুড়িগ্রাম (দলনেতা); ২. জনাব খান মোঃ নুরুল আমিন, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক ও প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, কুড়িগ্রাম; ৩. জনাব আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক ও প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, কুড়িগ্রাম; ৪. জনাব মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ আনছারী, প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম; ৫. জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সেলিম, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), কুড়িগ্রাম ও আহ্বায়ক, প্রকল্প মনিটরিং কমিটি; এবং ৬. জনাব মোঃ আমিন আল পারভেজ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর ও উপপ্রকল্প পরিচালক, কুড়িগ্রাম।	**অবদান :** বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জেলা প্রশাসন, কুড়িগ্রাম কর্তৃক গৃহীত আইসিটি নির্ভর সমাধান **কার্যক্রম** : জনাব এ বি এম আজাদ, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ও প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক এবং তার দল বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, অনলাইন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় পরিচয়পত্র কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা বোর্ডসমূহের পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের অনলাইন ডেটা ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করে বাল্যবিবাহ রোধে একটি ডিজিটাল পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। এই প্রকল্পের মডেল অনুসরণ করে ইতোমধ্যে রংপুর বিভাগের কয়েকটি জেলায় বিবাহ নিবন্ধকগণ উপস্থাপিত জন্মতথ্য মোবাইলফোনের দ্বারা যাচাই করে থাকেন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সিস্টেমটি একটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।

ক্ষেত্র : কারিগরি, শ্রেণি : প্রাতিষ্ঠানিক

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), শিল্প মন্ত্রণালয়।	**অবদান :** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহজে ব্যবহারযোগ্য নিরাপদ লিফ্‌ট উদ্ভাবন **কার্যক্রম :** বিটাক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে স্বল্পখরচে দেশীয় প্রযুক্তিতে একটি লিফ্‌ট উদ্ভাবন করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহজে চলাচলের জন্য অটোমেটিক হাইড্রোলিক লিফ্‌ট তৈরির মাধ্যমে মূলত হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোনো ভবনের ২য় ও ৩য় তলায় উঠানামা সহজ ও সাবলীল হয়েছে। স্বল্পখরচে নির্মিত এই লিফ্‌ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা যেতে পারে।